Cosmo School

Class: 7
Science of Living Date: 12-07-2020
Sunday

সফলতা এক বিরামহীন সফর

সাফল্য মানে শুধু অর্থ বিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি নয়, সাফল্য মানে কল্যাণকর সবকিছু করার বা পাওয়ার ক্ষমতা। প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরের সামর্থ্যই। এ এক বিরামহীন প্রক্রিয়া।

সাফল্যের ধরন অনেক। মানসিক সাফল্য হলো প্রশান্তি, শারীরিক সাফল্য সুস্বাস্থ্য আর আর্থিক সাফল্য হচ্ছে সচ্ছলতা। আত্মিক সাফল্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি। অর্থ-বিত্ত, খ্যাতি-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সাফল্যের একেকটি উপকরণ হলেও সাফল্য মানে অভাববোধের অনুপস্থিতি।

সফল তিনি-ই যিনি আপাত ব্যর্থতার ছাই থেকে গড়ে নিতে পারেন নতুন প্রাসাদ। প্রতিটি অর্জনকেই মনে করেন নতুন শুরুর ভিত্তি। প্রতিটি অর্জন শেষেই শুরু করেন আরো বড় অর্জনের অভিযাত্রা।

বড় চিন্তা করতে গিয়ে, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট পথের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি না। আমরা বুঝতে পারি না ছোট ছোট ইটই হচ্ছে বিশাল ভবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী, পায়ে চলা পথই গিয়ে মেশে রাজপথে, ছোট ঝর্ণাই নদী হয়ে পৌঁছে যায় বিশাল মহাসমুদ্রে। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ প্রতিদিন সমাপ্ত করলে মাস-বছর-যুগ শেষে তাই পরিণত হয় বিশাল সাফল্যে।

আমরা যদি শতাব্দী প্রাচীন বট গাছের দিকে তাকাই, তাহলে এর ডাল-পালা-কাণ্ড-মূল আমাদের মোহিত করে। কিন্তু যে বীজ থেকে এই মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা একবার ভাবুন। একটি বট গাছের ফল কাকের পেটে গিয়ে বিষ্ঠা আকারে এই মাটিতে পতিত হয়েছিল বীজটি। দিন মাস বছর পার হয়ে বিষ্ঠার মাঝে নির্গত ছোট বীজটিই দিগন্ত আচ্ছন্নকারী শতাব্দীর মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আসলে জন্মগ্রহণ করেই কেউ সফল হয় না, সিঁড়ি বেয়েই একজন ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। আসলে বাস্তবতার আগে প্রয়োজন ধারণার। ধারণার সাথে বিশ্বাস, একাগ্রতা ও দৃঢ়তা যুক্ত হয়েই সাফল্য আসে।

আমরা ভাবি সফল হতে গেলে 'জন্মভাগ্য' আবশ্যক। কখনও এটাতে বোঝায় 'পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধা আমার নেই', কখনও 'অমুকের মতন আমার আমার ব্রেইন ভালো না' অথবা 'আমার কোনো মেধা নেই।' 'ন্যাচারাল ট্যালেন্ট'ও যে খুব আহামরি সাফল্যের জন্ম দেয় তা-ও না। বরং পরীক্ষা করে দেখা গেল খুব সাধারণ মানের মানুষেরাই অনেক বেশি সফল; কারণ অতিরিক্ত-আত্মবিশ্বাস নেই বলে অনুশীলনের বেলায় তারা কোনো ফাঁকিবাজি করেন না।

আর আমরা মুখে যত বড় বড় কথাই বলি না কেন বাস্তবে ততটা কাজ করি না। হ্যাঁ, পরিশ্রম করি ঠিকই; কিন্তু ঠিক যতটা 'আত্মপ্রসাদ' লাভ করি- ভাবি 'প্রচুর কাজ করে ফেলেছি'—ততটা আসলে যথেষ্ট না। এ ব্যাপারে এক শিক্ষক বলছিলেন তার জীবনের কথা। বিবিএ আর কম্পিউটার সায়েন্স একসাথে পড়েছেন তিনি, আমেরিকার খরচ চালাতে গিয়ে সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা তিনটা পার্ট-টাইম চাকরি করেছেন! এরপরও জিপিএ ৪.০ রেখেছেন। তার কথা হলো, "খুব সাধারণ মানের মেধা নিয়েও আমি যে রেজাল্ট করেছি অনেক প্রতিভাবান তা পারে নি; কারণ মেধায় পাল্লা দিতে না পারি, অন্য কেউ যেন আমার থেকে বেশি পরিশ্রম না করতে পারে—এই জেদ আমার ছিল।"

সফলতা হচ্ছে এক বিরামহীন সফর। সফলতা গন্তব্য নয়। সফলতা গন্তব্যে পৌঁছানোর একটি পথ। আর গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে পথ পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতাও পরিপূর্ণ সফল জীবনের জন্যে মাইলফলক হিসেবে কাজ করতে পারে।

আত্ম-উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ডেনিস ওয়েটলি একটি চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের। ডেনিস ওয়েটলি শিকাগো থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে যাবেন। সেখানে তার বক্তৃতা দেয়ার কথা। ব্যস্ততাকে সামাল দিয়ে শিকাগোর ওহারা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখেন দেরি হয়ে গেছে। দৌড়ে টার্মিনালে পৌঁছে দেখেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে। বিমানে ওঠার সিঁড়ি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। গেটকিপার মহিলাকে তিনি বিমানটি থামানোর জন্যে অনুনয়, অনুরোধ, তর্ক বিতর্ক করলেন। কোন লাভ হলো না। চোখের সামনে বিমানটিকে রানওয়ে দিয়ে চলে যেতে দেখলেন।

রাগে ক্ষোভে ঝড়ের বেগে তিনি ফিরে এলেন টিকিট কাউন্টারে। আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাবেন। তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। তিনি লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায়ই জানতে পারলেন, যে বিমানে তার যাওয়ার কথা ছিল, তা আকাশে ওঠার সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানের একটি ইঞ্জিন ভেঙে রানওয়েতে পড়ে যায়। হাইড্রোলিক লাইন ও কন্ট্রোল কেবল ছিঁড়ে যায়। পাইলট বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। বিমানের আরোহী ও ক্রু সবাই নিহত হয়।

ডেনিস ওয়েটলি এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি টিকিট লাইন ত্যাগ করে এয়ারপোর্ট হোটেলে একটা রুমে উঠলাম। বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর নতজানু হয়ে সেজদা করলাম। স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া আদায় করে প্রার্থনা করলাম। এক যুগ পার হয়ে গেছে। এখনও ফ্লাইট ১৯১-এর টিকিটটি আমার কাছে রয়েছে। আমি কখনও টাকা ফেরত নেয়ার জন্যে টিকিটটি ট্রাভেল এজেন্টের কাছে পাঠাই নি। আমি এই টিকিটটি আমার অফিস কক্ষে বুলেটিন বোর্ডে আটকে রেখেছি। এই টিকিটটি নীরবে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিদিনই আমার জন্যে ক্রিসমাস। আমি বেঁচে আছি এটাই তো অনেক বড় রহমত।'

এসাইনমেন্ট

১। ক) সফলতা বলতে কী বুঝ?

খ) প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ প্রতিদিন সমাপ্ত করলে মাস-বছর-যুগ শেষে তাই পরিণত হয় বিশাল সাফল্যে--- একজন শিক্ষার্থীর জীবনে বাক্যটির গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। ক) সফলতার জন্য কী প্রয়োজন? 'জন্মভাগ্য' না 'ন্যাচারাল ট্যালেন্ট' নাকি যে কোনো অবস্থা থেকেই সফলতা অর্জন করা যায়? উত্তরের সপক্ষে ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

খ) তোমার সাফল্য অর্জনের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করে পয়েন্টে আকারে লিখ।

৩। সোমা এস এস সি পরীক্ষার ফল পেয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়ায় নিজেকে ব্যর্থ মনে করে হতাশ হয়ে পড়েছে। সে ভাবছে এই ফলাফল নিয়ে সে সামনে এগোতে পারবে না। তাই কোনো ধরনের চেষ্টা ছাড়াই নিজেকে ব্যর্থ ভাবছে।

তুমি কি মনে কর, ব্যর্থ হলে চেষ্টা না করে বসে থাকা উচিত নাকি নতুন উদ্যমে শুরু করা উচিত? তোমার উত্তরের সপক্ষে ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

এসাইনমেন্ট আগামী ১৮-০৭-২০২০ শনিবারের মধ্যে samia.cosmo20@gmail.com এ মেইল করে দিবে।যারা আগের তিনটি এসাইনমেন্ট দাও নি, তারা মেহেরবানি করে এই এসাইনমেন্টের সাথে জমা দিবে।***